EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউএসএআইডি সুন্দরবন সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মশালায় অর্থায়ন করলো

২৪শে মে, ঢাকা -- বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও জলাভূমি এবং বিশেষ করে সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য সরকার, দাতা সংস্থা ও বেসরকারি খাত কিভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারে সে বিষয় আলোচনা করার লক্ষ্যে আজ বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত একটি কর্মশালায় যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউএসএআইডি) মিশন পরিচালক ডেনিস রলিন্স বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্য প্রদানকালে মিজ রলিন্স বলেন, ‘‘বাংলাদেশের সংরক্ষিত এলাকা ব্যবস্থার মুকুটের মণি হচ্ছে সুন্দরবন। সহব্যবস্থাপনা ধারণা নিয়ে কাজ করার মূল স্থানও হচ্ছে সুন্দরবন যা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং সুন্দরবনের উপকূলে বসবাসরত দশ লাখেরও অধিক বাংলাদেশীদের নিজের পরিবেশ রক্ষার্থে একত্রিত করেছে।”

সুন্দরবনে কাজ করছে এমন বিভিন্ন অংশীদাররা যেন তাদের কার্যাবলী ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ পায় সে লক্ষ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে এবং যেখানেই সম্ভব প্রকৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করতে যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-র অর্থায়নপুষ্ট “সমন্বিত সংরক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা” (আইপিএসি বা আইপ্যাক) প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়।

‘ইউএসএআইডি’র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বনভূমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে সহব্যবস্থাপনার ধারণাটিকে সমর্থন যুগিয়ে এসেছে। সহব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের পঁচিশটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জলাভূমির সংরক্ষণ কাজের জন্য ‘ইউএসএআইডি’ বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটি ৩০ লক্ষ ডলার প্রদান করছে। বনাঞ্চল ও জলাভূমির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসারের জন্য কম্যুনিটি ও সরকারের একসঙ্গে কাজ করার বিষয়টি থেকেই সহব্যবস্থাপনার ধারণাটি এসেছে।

ইউএসএআইডি’র মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশে পাঁচটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। স্বাস্থ্য ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, সুশাসনে সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি মোকাবেলা ব্যবস্থা জোরদার করা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী সহায়তা প্রদান। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশকে এ পর্যন্ত ৫শ’ ৮০ কোটি ডলারেরও বেশি সহায়তা প্রদান করেছে।

==========

জিআর/ ২০১১

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov যোগাযোগ করুন।*